ভোরের কাগজ

তারিখ ... 29 DEC 2002

সামনে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা

গ্রেডিং পদ্ধতি সংস্কার না হওয়ায় ছাত্র শিক্ষক অভিভাবকরা শঙ্কিত

মানসুরা হোসাইন : মাধ্যমিক (এসএসসি) ও উচ্চ মাধ্যমিক (এইচএসসি) পরীক্ষার ফলাফল মূল্যায়নের জন্য বর্তমান লেটার গ্রেডিং পদ্ধতি সংস্কারের বিষয়টি এখনো প্রক্রিয়াধীন থাকায় ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক মহল আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষা আসন্ন হয়ে পড়ায় তাদের মধ্যে আতঙ্কের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ্রেডিং পদ্ধতির সংস্কার প্রসঙ্গে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেন, ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থেই অতিদ্রুত গ্রেডিং পদ্ধতির সংস্কার করা প্রয়োজন। কেননা এটা স্বাভাবিক যে তারা যদি পরীক্ষার আগেই কিভাবে তাদের উত্তরপত্র মূল্যায়ন হবে তা না জানতে পারে তবে পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটবে। তিনি বলেন, গ্রেডিং সংস্কার বিষয়ক প্রথম সেমিনারে মন্ত্রীবর্গ উপস্থিত ছিলেন এবং এ বিষয়ক দ্বিতীয় বৈঠকে বিশেষজ্ঞগণ উপস্থিত ছিলেন। তাদের রিপোর্ট এখনও আমার হাতে পৌঁছেনি।

এহছানুল হক মিলন গ্রেডিং সিস্টেম সম্পর্কে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করে বলেন, আমি মনে করি মেধার মূল্যায়ন ১০ গ্যাপে হওয়া উচিত এবং ফেল গ্রেডের পরিধি ৪০ হওয়া প্রয়োজন। তিনি বলেন, গ্রেডিং সিস্টেম সম্পর্কে যে সিদ্ধান্তই নেওয়া হোক না কেন তা যেন আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। কেননা পড়াশোনার বিষয়টি এলাকাভিত্তিক কোনো ব্যাপার নয়। আর বারবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলে তার ফলাফলও ছাত্রছাত্রীদের কেই

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৭

গ্রেডিং পদ্ধতি সংস্কার না হওয়ায়

● শেষের পাতার পর

ভোগ করতে হয়। তাই সবদিক বিবেচনা করেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে তিনি জানান। এ বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই বলেও তিনি বারবার উল্লেখ করেন।

প্রতিমন্ত্রী বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতিকে যুগোপযোগী করার জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, প্রশ্নপত্রের ধরন পাল্টানো ,উত্তরপত্র মূল্যায়নের-জন্য শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টানো প্রভৃতি বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

ঢাকা বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা গ্রেডিং সিস্টেম সংস্কার বিষয়ক কোনো নির্দেশনা এখনও পাননি বলে জানিয়েছেন। এ বিষয়ে কবে নাগাদ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে তা শিক্ষা মন্ত্রণালয় বোর্ড সূত্রে জানা যায়নি।

উল্লেখ্য, ২০০১ সালের এসএসসি পরীক্ষায় গ্রেডিং পদ্ধতির প্রচলন করা হয়। এর আগে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধা তালিকাভিত্তিক ফলাফল প্রকাশ করা হতো।

২০০৩ সালের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র মূল্যায়নে গ্রেডিং পদ্ধতির প্রচলন করা হবে।

এসএসসি পরীক্ষায় গ্রেডিং সিস্টেমে ফল প্রকাশের পর দেশব্যাপী সমালোচনার সৃষ্টি হলে এ বছরের প্রথমদিকে গ্রেডিং সিস্টেম সংস্কারের কাজে হাত দেন বিশেষজ্ঞ মহল। গত দুবছর এসএসসিতে প্রয়োগকৃত গ্রেডিং সিস্টেম অনুযায়ী প্রাপ্ত নম্বর ৮০ থেকে ১০০ হলে লেটার গ্রেড 'এ প্লাস' ও গ্রেড পয়েন্ট ছিল ৫ এবং শূন্য থেকে ৩২ নম্বর হলে গ্রেড 'এফ' ও গ্রেড পয়েন্ট শূন্য ছিল।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পূর্বের গ্রেডিং সিস্টেমের কথা উল্লেখ করে বলেন, ২০ নম্বরের ব্যবধানে একটি ছাত্রের মেধার যথার্থ মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়।

নম্বরের ব্যবধান নিয়ে বিশেষজ্ঞ মহলে ব্যাপক মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হওয়ায় নতুন সংস্কারকৃত গ্রেডিং সিস্টেমে নম্বরের ব্যবধান কতো রাখা হবে তা গ্রেডের ধাপ ৬.৭ বা ৮টি হবে কিনা তা এখন ও চূড়ান্ত হয়নি।